

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

২০ জুন ২০২২

## নগরীর জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শন ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে খাদ্য বিতরণ করলেন সিটি মেয়র

চকবাজার ওয়ার্ডের চকবাজার, কাপাসগোলা, বাদুরতলা ও পূর্বমোলশহর ওয়ার্ডের বহুদার হাট পর্যন্ত পায়ে হটে ভারী বর্ষণে জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শন ও ক্ষতিগ্রস্ত ২০০০ হাজার পরিবারের মাঝে খাদ্য বিতরণ করলেন মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী। খাদ্য বিতরণকালে মেয়র ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্দেশ্যে বলেন, আশ্বাঢ়ের প্রথম দিন থেকে সারা বাংলাদেশে ব্যাপক বৃষ্টিপাতের কারণে বন্যা ও জলাবদ্ধতায় লাখে মানুষ পানি বন্দি হয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে দুঃসহ জীবন যাপন করছেন। এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে বাটালি হিলস্থ অস্থায়ী নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে দুর্যোগ নিয়ন্ত্রন কক্ষ খোলা হয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ দুর্যোগপূর্ণ এলাকা হলেও দীর্ঘসময় ধরে দুর্যোগ মোকাবেলার সাহস ও সক্ষমতা রয়েছে আমাদের। বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মৌসুম ছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগের আবির্ভাব হচ্ছে। জলাবদ্ধতা চট্টগ্রাম মহানগরীর বড় একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। চট্টগ্রাম মহানগর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসনে সরকার মেগাপ্রকল্পের মাধ্যমে বিগত কয়েক বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছে। সিডিএ এ মেগা প্রকল্পের জন্য খালে বাঁধ দিয়েছিল, যেগুলোর বেশিরভাগই অপসারণ করা হয়েছে। কিন্তু কিছু নিম্নাঞ্চলে এখনো কয়েকটি বাধ থেকে যাওয়ায় দ্রুততার সাথে পানি অপসারণ হচ্ছে না। ফলে বেশ কিছু এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে এবং মানুষের অবর্ণনীয় কষ্ট হচ্ছে। তিনি বলেন, কাজ শতভাগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত জলাবদ্ধতা সমস্যা থাকবে। তবে মেগা প্রকল্পের আওতার বাহিরে যে সমস্ত খাল ও নালা রয়েছে সেই সব স্থানে পরিষ্কার রাখার কাজ সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন কর্মীদের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। তিনি বলেন পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মীরা আজ পূর্ব বাকলিয়া, গোসাইল ডাঙ্গা, দক্ষিণ পতেঙ্গা, জালালাবাদ ও পাথরঘাটা ওয়ার্ডে বৃষ্টির কারণে নালা ও খাল দিয়ে স্বাভাবিক পানি চলাচলের বাধা সৃষ্টি হওয়ায় সেখানে স্কেভেটর দিয়ে পরিষ্কার করে দিয়েছে। এ ছাড়াও পূর্ব-বাকলিয়া ওয়ার্ডের গুণ্ডখালের ব্রীজের কাজের কারণে পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়েছিল, যা আমার নির্দেশে আজ সকালে পরিষ্কার করে পানির প্রবাহ সুনিশ্চিত করা হয়েছে। মেয়র বলেন, পাহাড় কাটা বন্ধ না হলে পলি মাটি গিয়ে নালা ও খাল ভরাট হয়ে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে। বিশ্বের অনেক বড় বড় শহরে পানি উঠে, আবার তা সরেও যায়। আমরাও তেমনটা চাই। বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রের উচ্চতা বেড়েছে যার কারণে উপকূলীয় শহর হিসেবে জলাবদ্ধতার অন্যতম কারণ জোয়ারের পানি, এটাকেও ব্যবস্থাপনায় আনতে হবে। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম নগরীতে এক সময় ৭৬টি খাল ছিল এখন আছে ৫৭টি। অনেক খাল ভূমিদস্যুরা দখল করে নিয়েছে। সেই খালগুলো উদ্ধার করা দরকার। তিনি জলাবদ্ধতার মেগাপ্রকল্প বহির্ভূত ২১ টি খাল ভূমিদস্যুদের কবল থেকে উদ্ধার করে খনন করার প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের কাছে সহযোগিতা চেয়েছেন বলে উল্লেখ করেন। তিনি জলাবদ্ধতায় ও পাহাড় ধ্বংসে ভোগান্তিদের যে কোন সমস্যা নিয়ে চসিকের বাটালি হিলস্থ কন্ট্রোল রুমে যোগাযোগ করার জন্য নগরবাসির প্রতি আহবান জানান। মেয়র বলেন, জলমগ্ন এলাকা জালালাবাদ, চাঁদগাও, পূর্বমোলশহর, শুলকবহর, লালখান বাজার, উত্তর আগ্রাবাদ ও দক্ষিণ আগ্রাবাদ ওয়ার্ডে কাউন্সিলদের মাধ্যমে রান্না করা ও শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর নূর-মোস্তাফা টিনু, আবদুস সালাম মাসুম, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাসেম, স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতা আমিনুল হক রঞ্জু, তৌহিদুল আলম, ওয়ার্ড সচিব তারেক সুলতান প্রমুখ।

চসিকের ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত  
নোংরা ও দুর্গন্ধময় পরিবেশে খাদ্য প্রস্তুত করায়  
স্টেশন রোডস্থ উজালা হোটেলকে ১লক্ষ টাকা জরিমানা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ সোমবার নগরীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। চসিক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলীর নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে স্টেশন রোডস্থ হোটেল উজালাকে নোংরা ও দুর্গন্ধময় পরিবেশে খাদ্য প্রস্তুত ও কর্মচারীদের ফিটনেস সনদ না থাকার দায়ে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়। সে সময় স্টেশন রোডে স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ কাঠাল, আনারসসহ মৌসুমী ফল রাস্তা ও ফুটপাথে রেখে ব্যবসা কারায় জনগণের চলাচলের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির দায়ে ৮ ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ২৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটগণকে সহায়তা প্রদান করেন।

**স্বাক্ষরিত/-**

(কালাম চৌধুরী)

জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩